www.BANGLAKITAB.com

১০২. হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত ১০০ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি তারপরও পড়তে লাগলেন। ভাবলাম, তিনি হয়ত এ সূরা এক রাকাতেই পড়ে শেষ করবেন। তিনি একাধারে পড়তে থাকলেন। ভাবলাম, এরপরই রুকু করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা শুরু করে দিলেন। এটা পড়ে শেষ করে তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন। তিনি ধীরেধীরে তার্তীলের সাথে পড়ছিলেন। যখন এমন কোন আয়াত পড়তেন যাতে আল্লাহর তাসবীহ্ (প্রশংসা) বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাসবীহ্ পড়তেন। আর যেখানে কোন কিছু চাওয়ার আয়াত পড়তেন সেখানে তিনি আল্লাহর নিকট চাইতেন। আবার যেখানে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পড়তেন সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকুতে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (আমার মহান প্রভূ পবিত্র)। তাঁর রুকুও কিয়ামের (দাঁড়িয়ে সূরা বাকারা পড়ার) মত দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শুনেন)বললেন। তারপর প্রায় রুকুর মত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজ্দায় গিয়ে বললেন ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" (আমার রব পবিত্র যিনি সর্বোচ্চ)। তাঁর সিজ্দাও দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ ছিল। (মুসলিম)

١٠٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قِيْلَ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ " هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০৩. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে একদিন নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি আমি একটা খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম। এ কথায় ইব্ন মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হল যে, কি খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে ঃ তার পরিবার, তার মাল এবং তার আমল। তারপর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি সাথে রয়ে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার ও মাল। আর রয়ে যায় তার আমল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

www.BANGLAKITAB.com

১০৫. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে। আর দোযখও তাই।" (বুখারী)

١٠٦- عَنْ أَبِيْ فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ : سَلْنِيْ فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ أَوْغَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ قَالَ : فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৬. আবু ফিরাস রাবি'আ ইব্‌ন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদিম এবং আসহাবে সুফ্‌ফার একজন ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাত যাপন করতাম এবং তাঁকে অযূর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। (একবার) তিনি আমাকে বললেন ঃ "আমার নিকট (তোমার যা ইচ্ছা) চাও।"আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তিনি বললেন ঃ এছাড়া আর কিছু ? আমি বললাম, ওটাই চাই। তিনি বললেন ঃ "তাহলে তুমি তোমার নিজের জন্য বেশী বেশী সিজ্‌দা (অর্থাৎ নামায) দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।" (মুসলিম)

١٠٧- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস হযরত সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "তোমার বেশী বেশী সিজ্‌দা করা উচিত। কেননা তুমি আল্লাহর জন্য একটা সিজ্‌দা করলেই তা দ্বারা আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চমর্যাদা দান করেন এবং তোমার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন"। (মুসলিম)

١٠٨- عَنْ أَبِيْ صَفْوَانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

১০৮. হযরত আবু সাফওয়ান আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র্ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সেই ব্যক্তি উত্তম যার বয়স দীর্ঘ এবং কাজ সুন্দর।"(তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٠٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّيْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ أَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيُرِيَنَّ اللّٰهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ (يَعْنِيْ أَصْحَابَهُ) وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ (يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ) ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّيْ أَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ! فَقَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ وَ قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هٰذِهِ الْايَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ أَشْبَاهِهِ : "مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ" إِلَى اٰخِرِهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১০৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইব্ন নাদর (রা)) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি এই প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম যা আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন। যদি আল্লাহ আমাকে এখন মুশরিকদের সাথে কোন যুদ্ধে হাযির করে দেন তাহলে আমি কি করি তা নিশ্চয়ই আল্লাহ (মানুষকে) দেখিয়ে দিতেন। তারপর ওহুদের যুদ্ধের দিন এলে, মুসলিমগণ কাফিরদের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন, তখন আনাস ইব্ন নাদ্র (রা) বললেন, হে আল্লাহ! আমার সাথীরা যা করেছে, আমি সেজন্য তোমার নিকট ওযর পেশ করছি এবং মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে আমার সকল প্রকার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। তারপর তিনি অগ্রসর হলে সা'দ ইব্ন মু'আযের সাথে দেখা হল। তখন তাকে তিনি বললেন, হে সা'দ ইব্ন মু'আয! কা'বার রবের কসম! আমি ওহুদের পিছন থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। সা'দ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যে কি করেছে তা বর্ণনা করতে পারি না। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁর শরীরে তলোয়ারের অথবা বর্শার অথবা তীরের ৮০ টির বেশী আঘাত দেখতে পেয়েছি। আরও দেখলাম, সে শহীদ হয়ে গিয়েছে, আর মুশরিকরা তাঁর শরীরের অংগ কেটে দিয়েছে। তাই আমরা কেউ তাকে চিনতেই পারলাম না। তবে তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে তাকে চিনতে পেরেছে। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা ধারণা করতাম যে, তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ ..... مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ

www.BANGLAKITAB.com

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ অপেক্ষায় আছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُوْرِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا: مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوْا : إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا فَنَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ الاية - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১১০. হযরত আবু মাসউদ উক্‌বা ইব্‌ন আম্‌র আনসারী বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন 'সাদাকার' আয়াত নাযিল হল, তখন আমরা পিঠে বোঝা বহন করতাম। (এ কাজের মজুরী থেকে আমরা সাদাকা দান করতাম।) এমন অবস্থায় একজন লোক এসে বেশী পরিমাণে সাদাকা দান করল। মুনাফিকরা বলল, এ ব্যক্তি রিয়াকার (লোক দেখানো কাজ করে) এরপর আর একজন লোক এসে এক সা' পরিমাণ সাদাকা দান করল। মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ এই এক সা' পরিমাণ সাদাকার মুখাপেক্ষী নন। তখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তিনি সেই কৃপণ ধনশালী লোকদেরকে খুব ভাল করে জানেন যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কথা বলে, যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেই দান করে। তাদের (বিদ্রুপকারীদের) প্রতি আল্লাহ বিদ্রুপ করেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

١١١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ اطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ وَاغْفِرْلَكُمْ ، يَا عِبَادِيْ أَنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ ، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ

www.BANGLAKITAB.com

وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا ، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِيْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ، قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ أَبُوْ إِدْرِيْسَ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১১১. হযরত আবু যার জুনদুব ইব্‌ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কাজেই আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কাজেই আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে কাপড় দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই নেংটা। কাজেই আমার কাছে কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাক, আর আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেই। কাজেই তোমরা আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আমার কোন লাভও করে দিতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম আল্লাহ ভীরুর হৃদয়ের মত হৃদয়সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সব চেয়ে খারাপ মানুষের হৃদয়ের মত হৃদয়সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন্ ও মানুষ কোন এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চায় এবং আমি প্রত্যেককে তার চাহিদা পূরণ করে দেই, তাহলে তাতে আমার কাছে যে ভান্ডার রয়েছে তার এতটুকু কমে যায় যতটুকু সমুদ্রে একটি সূঁচ ফেললে তার পানি কমে যায়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলকে তোমাদের জন্য জমা করে রাখছি, তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। কাজেই যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে। সাঈদ (র) বলেন ঃ আবু ইদ্‌রীস (র) যখন এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু ভাঁজা করে পড়ে যেতেন। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِزْدِيَادِ مِنَ الْخَيْرِ فِيْ أَوَاخِرِ الْعُمُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জীবনের শেষ অধ্যায় বেশী বেশী দীনী কাজের করার প্রতি উৎসাহ দান।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ"

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও তো এসেছিল।"(সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

١١٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْذَرَ اللّٰهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন তার বয়সের ষাট বছর পর্যন্ত তার ওযর কবুল করতে থাকেন।"(বুখারী)

١١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَانِيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَنِيْ مَعَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِيْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ : مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ؟" فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِيْ : أَكَذٰلِكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُوْلُ؟ قُلْتُ : هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ أَعْلَمَهُ لَهُ ؛ قَالَ :"إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ" وَ ذٰلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا" فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُوْلُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১১৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) আমাকে বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে মজলিসে বসাতেন। তাতে তাদের কেউ কেউ মনে মনে এটা একটু অপছন্দ করে বলেন, এ ছেলেটি আমাদের সাথে কেন মজলিসে বসে ? আমাদেরও তো তার মত ছেলেপেলে আছে। হযরত উমার (রা) বললেন, এ ছেলেটি কোথাকার (নবী পরিবার) তা তোমরা জান। কোন একদিন তিনি আমাকে তাদের সাথে ডেকে

www.BANGLAKITAB.com

আনলেন। আমার ধারণা হল, নিশ্চয়ই সেদিন তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই আমাকে ডেকে এনেছিলেন। তিনি বললেন, "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ" এর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি? কেউ উত্তরে বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন, কাজেই তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে। আর অন্য সকলে চুপ থাকলেন এবং কিছুই বললেন না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! তুমিও কি এরূপ কথাই বল? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তুমি কি বল? আমি বললাম ঃ এটার অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত, যা আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ এরূপ বলেছেন যে, "যেহেতু আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে" এবং সেটা তোমার ওফাতের লক্ষণ "কাজেই তুমি তোমার রবের প্রশংসা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। তিনি তাওবা কবুলকারী।" এরপর হযরত উমার (রা) বললেন, এ ব্যাপারে তুমি যা বলছ সেটা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। (বুখারী)

١١٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ" إِلاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ " ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهَا : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ" يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْثِرُأَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ أَنْ تَّمُوْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ" قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا ؟ قَالَ : جُعِلَتْ لِيْ عَلاَمَةٌ فِيْ أُمَّتِيْ إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ : إِلَى اٰخِرِ السُّوْرَةِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ : "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ " قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ" فَقَالَ : أَخْبَرَنِّيْ رَبِّيْ أَنِّي سَأَرَى عَلاَمَةً فِيْ أُمَّتِيْ فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا " إِذَا جَاءَ

www.BANGLAKITAB.com

نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ" : فَتْحُ مَكَّةَ " وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

১১৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ "সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযেই "সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা,আল্লাহুম্মাগ ফিরলী" অবশ্যই বলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজ্‌দায় বেশী বেশী করে বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী" কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ-এর মধ্যে যে তাসবীহ্ ও ইস্তিগফারের হুকুম দিয়েছেন তার ওপর তিনি আমল করতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে বেশীবেশী করে বলতেন ঃ "সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।"হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই নতুন কথাগুলো কি যা আপনাকে বলতে দেখছি? তিনি বললেন ঃ "আমার জন্য আমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন আমি তা দেখি, এ কথাগুলো বলি।" তারপর তিনি সূরা নাস্‌র শেষ পর্যন্ত পড়লেন।

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি" -এ দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখছি আপনি এ কালেমাগুলি খুব বেশী বেশী পড়ছেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার রব আমাকে জানিয়েছেন যে, তুমি শ্রীঘ্রই তোমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত দেখতে পাবে। কাজেই যখন তা দেখতে পাই তখন এই নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বেশী বেশী করে বলি ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।" আর আমি এই আলামত দেখতে পেয়েছি। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং বিজয় সম্পন্ন হয়" অর্থাৎ মক্কা বিজয় "এবং তুমি লোকদেরকে দেখো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন নিজের রবের তাসবীহ্ ও তাহ্‌মীদ করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।"

١١٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১১৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে একাধারে অহী নাযিল করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের কাছাকাছি সময়ে পূর্বের চেয়ে বেশী অহী নাযিল হয়েছে। আর এ অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١١٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে।" (মুসলিম)

بَابُ فِيْ بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন প্রকার ভাল কাজের বিবরণ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

"وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ" (البقرة : ٢١٥)

"তোমরা যে কোন সৎকাজ কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

"وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ " (البقرة :١٩٧)

"তোমরা যে কোন সৎকাজ কর তা আল্লাহ জানেন।"(সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

"فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ" (الزلزال : ٧)

"কোন ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করলেও তা সে দেখতে পাবে।"(সূরা যিল্যাল্ ঃ ৭)

"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ" (الجاثية : ١٥)

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করে তা তার নিজের জন্যই করে। "(সূরা জাসিয়া ঃ ১৫)

١١٧- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ "الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهٖ" قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا" قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ " تُعِيْنُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ : تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১১৭. হযরত আবু যার জুনদব ইব্ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ গোলাম আযাদ

www.BANGLAKITAB.com

করা উত্তম? তিনি বললেন ঃ "যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশী প্রিয় এবং যার মূল্য বেশী।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি এ কাজ না করতে পারি? তিনি বললেন, "কোন কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা এমন কোন লোককে কাজ শিখিয়ে দেবে যে জানে না।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কি মনে করেন আমি যদি এই কাজও না করতে পারি? তিনি বললেন, "মানুষের ক্ষতি করা থেকে দূরে থাক। কেননা সেটাও এমন একটা সাদাকা যা তোমার পক্ষ থেকে তোমারই উপর হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَيْ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৮. হযরত আবু যার জুনদব ইব্ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কোন লোককেরই শরীরের প্রত্যেকটি সংযোগস্থলের ওপর সাদাকা (ওয়াজিব) হয়। "সুব্হানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"–এসবের প্রত্যেকটি এক একটি সাদাকা। সৎকাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করাও সাদাকা। আর এসব চাশত্-এর (দুপুরের পূর্বের) দু'রাকা'আত নামায পড়লে পূরণ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١١٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِيءِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৯. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট আমার উম্মাতের ভাল ও মন্দ কাজ পেশ করা হয়েছে। তাতে আমি পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত দেখলাম। আর মসজিদে পতিত থুথু মাটিতে পুতে না ফেলা মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত পেলাম। (মুসলিম)

١٢٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ : يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ

www.BANGLAKITAB.com

تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ نَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيَأْتِىْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২০. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা তো সব সাওয়াব নিয়ে গেল। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে। (কিন্তু) তারা তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে সাদাকা করে। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা সাদাকা করতে পার? (জেনে রাখ) প্রত্যেকবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদাকা, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলা সাদাকা, 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা সাদাকা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদাকা, সৎকাজের হুকুম করা সাদাকা, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা সাদাকা এবং তোমাদের স্ত্রীর সাথে মিলনও সাদাকা। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে তাতেও সাওয়াব হয়? তিনি বললেন, "আচ্ছা বলত, যদি কেউ হারাম উপায়ে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবে তার গুনাহ হবে কিনা? এভাবে হালাল পন্থায় এ কাজ করলে তার সাওয়াব হবে।"(মুসলিম)

١٢١- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২১. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন সৎকাজকে অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাই এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার কাজ হয়।"(মুসলিম)

١٢٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلَاثَ مِائَةِ

www.BANGLAKITAB.com

مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةٍ أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَثِمِائَةِ فَإِنَّه يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ـ

১২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সূর্য উদয় হয় এমন প্রত্যেক দিন মানুষের মধ্যে যে ইনসাফ কর তা সাদাকা। তুমি মানুষকে তার জানোয়ারের উপর উঠিয়ে দিয়ে অথবা তার উপর তার আসবাবপত্র উঠিয়ে দিয়ে যে সাহায্য কর তাও সাদাকা। ভাল কথা বলাও সাদাকা। নামাযের দিকে যাওয়ার সময় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা। রাস্তা থেকে তুমি যে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল তাও সাদাকা।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র) এই একই হাদীস হযরত আয়েশা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রতিটি আদম সন্তানকে ৩৬০টি গ্রন্থির সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, 'সুবহানাল্লা' বলে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে,লোকদের যাতায়াতের পথ থেকে পাথর, অথবা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয়, অথবা সৎকাজের আদেশ করে, অথবা খারাপ কাজ করতে নিষেধ করে এসব কিছু সংখ্যায় ৩৬০ হয়ে যায়। আর এ লোকটির সারাটা দিন এভাবে কাটে যে, সে নিজকে দোযখের আগুন থেকে দূরে রাখল।

١٢٣- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় মাসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশী মহিলাকে ছাগলের খুর হলেও তা হাদিয়া বা সাদাকা দিতে অবজ্ঞা না করে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٥-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

www.BANGLAKITAB.com

১২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ঈমানের ৭০-এর কিছু বেশী অথবা ৬০-এর কিছু বেশী শাখা-প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে উত্তম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর নিম্নতম হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِيْ كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّيْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ : قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ : فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন এক ব্যক্তি একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেল। তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করছে এবং কাদা চাটছে। লোকটি ভাবল, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম তেমনি এ কুকুরটি পিপাসার্ত হয়েছে। তাই সে কুয়াতে নেমে তার মোজায় পানি ভরে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কূপ থেকে উঠে এল। তারপর কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে দিল। এতে আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন ঃ "প্রত্যেক প্রাণীর ব্যাপারেই সাওয়াব আছে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِى شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছি, যে জান্নাতে এ জন্য চলাফেরা করছে যে, সে একটা পথের উপর থেকে একটা গাছ কেটে ফেলে দিয়েছিল। এটা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল।"(মুসলিম)

١٢٨-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

১২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি খুব ভাল করে অযূ করে, তারপর মাসজিদে এসে চুপ করে খুতবা শুনে, তার এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং তারপরেও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুত্‌বার সময়) পাথরের টুক্‌রা নাড়াচাড়া করে সে অন্যায় কাজ করে।"(মুসলিম)

١٢٩- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলিম বা মু'মিন বান্দা অযূ করতে গিয়ে যখন চেহারা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে চোখের দৃষ্টি দ্বারা করেছে। তারপর যখন সে তার হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার হাত থেকে এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে হাত দিয়ে করেছে। এমনকি তার হাত পাপ থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার পা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পায়ের এমন প্রত্যেকটি পাপ ঝরে যায় যা সে পা দ্বারা করেছে। এমনকি তার পা (সমস্ত সগীরা) পাপ থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٣٠-عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোটছোট গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়, যদি কবীরা বা বড় গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা যায়। (মুসলিম)

١٣١- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُواللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

www.BANGLAKITAB.com

قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ" ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ" আমি তোমাদেরকে সেই কাজ বলে দেব না যা তোমাদের গুনাহ দূর করে দেয় এবং তোমদের মর্যাদা বুলন্দ করে ?" সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন ঃ "কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী হেঁটে যাওয়া এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই তোমাদের রিবাত্ বা জিহাদ।" (মুসলিম)

١٣٢- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৩২. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামায (নিয়মিত) আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٣- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

১৩৩. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে, তখন সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে কাজ করছিল সেই পরিমাণ কাজের সাওয়াব তার জন্য লেখা হয়।" (বুখারী)

١٣٤- عَنْ جابر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

১৩৪। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেকটি সৎকাজই সাদাকা।" (বুখারী)

١٣٥- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَه صَدَقَةً ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ـ

www.BANGLAKITAB.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ " لاَيَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْوَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَئٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ـ

১৩৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হোক সেটা তার জন্য সাদাকা হবে, আর তা থেকে কোন কিছু চুরি হলে এবং কেউ তার কোন ক্ষতি করলে সেটাও তার জন্য সাদাকা হবে।"(মুসলিম)

এ হাদীসটি মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ "মুসলমান যে কোনো গাছই লাগায় না কেন তা থেকে মানুষ,পশু ও পাখীরা যা কিছু খায়, কিয়ামত পর্যন্ত তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে জারী থাকে।"

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ "মুসলমান যে কোনো গাছ লাগায় ও যে কোনো চাষাবাদ করে এবং তা থেকে মানুষ, পশু ও অন্য কিছু খেয়ে ফেলে, তা তার জন্য সাদাকা বিবেচিত হয়।"

١٣٦- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالُوْا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৩৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনু সালিমা মসজিদের (মসজিদে নববী) নিকটে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ "আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তোমরা নাকি মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও?" তারা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এরূপ ইচ্ছা করেছি! তিনি বললেন ঃ "বনু সালিমা! তোমরা ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন (মসজিদে আসা-যাওয়ার সাওয়াব) লেখা হয়।" (মুসলিম)

١٣٧- عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَتُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فَقِيْلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظُّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ ؟ فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ مَنْزِلِيْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ يُّكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

www.BANGLAKITAB.com

১৩৭. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন লোক এমন ছিল যে, তার চেয়ে আর কেউ মসজিদ থেকে অতদূরে থাকত বলে আমি জানতাম না। সে কখনো জামায়াত (জামায়াতের সাথে নামায) হারাত না। তাকে বলা হল অথবা আমি তাকে বললাম, তুমি একটি গাধা খরিদ করে তাতে চড়ে দিনে ও রাতে, অন্ধকার ও গরমে মসজিদে আসতে পার। সে বলল, মসজিদের নিকটে আমার বাড়ী হওয়া আমার ভাল লাগে না। আমি তো চাই যে, মসজিদে আমার আসা এবং পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাওয়া এসবই আল্লাহর নিকট লিখিত হোক। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মহান আল্লাহ্ তোমার জন্য এসবই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (মুসলিম)

١٣٨- عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلاَهَا مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "৪০টি সৎকাজের মধ্যে উচ্চতম কাজ হচ্ছে দুধ পান করার জন্য কাউকে উট্‌নী ধার দেয়া। যে ব্যক্তি এ ৪০টি কাজের জন্য সাওয়াবের আশা করে এবং তাতে যে ওয়াদা আছে তা সত্য বলে মেনে নিয়ে এ কাজগুলোর কোন একটি করবে তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারী)

١٣٩- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَيَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

১৩৯. হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (জাহান্নামের) "(জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচ, একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও।" (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার প্রতিপালক কথা বলবেন, এমন অবস্থায়

www.BANGLAKITAB.com

যে উভয়ের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। মানুষ তার ডান দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, সামনে তাকাবে তো তার মুখের সামনে (দোযখের) আগুন দেখতে পাবে। কাজেই একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ। আর যে ব্যক্তি তাও না পায় তো ভাল কথা দ্বারা (আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে।)"

١٤٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দার প্রতি এ জন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে।" (মুসলিম)

١٤١- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ" قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ " قَالَ : رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ أَوِ الْخَيْرِ "قَالَ : اَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৪১. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সাদাকা ওয়াজিব।" জনৈক সাহাবী বললেন, তবে যদি সে (সাদাকা দানের) কোন কিছু না পায়? তিনি বললেন ঃ "তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদাকাও দেবে।" সাহাবী (রা) বললেন, আর যদি তা না পারে? তিনি বললেন ঃ "তাহলে সে দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করবে। সাহাবী (রা) বললেন, যদি সে এটাও না করতে পারে? তিনি বললেন, "তাহলে সে (অন্ততঃ) নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেননা এটা তার জন্য সাদাকা।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِي الْإِقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদত বন্দেগীতে ভারসাম্য ও নিয়মানুবর্তিতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"طٰهٰ ، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى" (طٰهٰ : ١)

"তো-হা। আমি আপনার ওপর কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, (এর দরুন) আপনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবেন।"(সূরা তো-হা ঃ ১)

www.BANGLAKITAB.com

"يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে চান এবং কঠিন ব্যবহার করতে চান না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

١٤٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ : مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ هٰذِهِ فُلاَنَةُ تَذْكُرُوْنَ صَلاَتَهَا قَالَ : مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَيَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৪২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন। তখন একজন মহিলা তাঁর নিকট বসা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ মহিলাটি কে?" হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ হচ্ছে অমুক মহিলা, সে তার নামায সম্পর্কে আলোচনা করছে। তিনি বললেন, "থাম, সব কাজ তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তোমাদের ওপর ওয়াজিব। আল্লাহর কসম, তোমরা ক্লান্ত হলেও মহান আল্লাহ (সাওয়াব দিতে) ক্লান্ত হন না। আর তাঁর নিকট উত্তম দীনী কাজ ওটাই যার কর্তা সে কাজ নিয়মিতভাবে করে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا وَقَالُوْا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ : وَأَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ أَخَرُ وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لٰكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ! ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৪৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের বাড়ীতে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তুলনায় আমরা কোথায়? আল্লাহ তো তাঁর পূর্বের ও পরের সব ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের একজন বললঃ আমি চিরকাল সারা রাত নামাযে রত থাকব। আর একজন বলল, আমি স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকব এবং কখনও বিয়ে করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কি এরূপ এরূপ কথা

www.BANGLAKITAB.com

বলেছ? আল্লাহর কসম! তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করি এবং বেশী তাক্‌ওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি তো রোযা রাখি আবার খাই, নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে শাদীও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত-আদর্শ পালন করবে না সে আমার (দলভুক্ত) নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪৪. হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)

١٤٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ ، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর দীন সহজ। যে কোন ব্যক্তি এ দীনকে কঠিন বানাবে তার ওপর তা চেপে বসবে। কাজেই মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর। আর সুখবর গ্রহণ কর এবং সকাল, সন্ধ্যায় ও শেষ রাতের কিছু অংশে ইবাদত করে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। (বুখারী)

١٤٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ : مَاهٰذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوْا هٰذَا حَبْلُ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৪৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন একটি রশি দু'টি খুঁটির মাঝখানে বাঁধা রয়েছে। তিনি বললেন, "এ রশিটা কিসের?" সাহাবীগণ বললেন, এটা যয়নবের রশি। তিনি যখন নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যান তখন এ রশিতে ঝুলে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটা খুলে ফেল। তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে তার শক্তি ও মনের আগ্রহ থাকা অবস্থায় নামায পড়া উচিত। আর যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন ঘুমান উচিত।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَيَدْرِيْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

১৪৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর নামায পড়ার সময় ঘুম এলে ঘুম চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার ঘুমান উচিত। কেননা ঝিমানো অবস্থায় নামায পড়তে থাকলে সে হয়ত ইস্তিগফার করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٨- وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৪৮. হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায ও খুত্‌বা ছিল না ছোট না বড়। (মুসলিম)

١٤٩- وَعَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَتْ : أَخُوْكَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ كُلْ فَإِنِّيْ صَائِمٌ قَالَ : مَا أَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَأْكُلَ فَأَكَلَ : فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوْالدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ ثُمَّ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ " : ثُمَّ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ اٰلاٰنُ فَصَلَّيْنَا جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اَنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৪৯. হযরত আবু জুহায়ফা ওহব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ও আবু দার্‌দার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে উম্মে দার্‌দারকে (আবূ দারদার স্ত্রী) পুরান খারাপ কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে দার্‌দা (রা) এসে সালমানের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে বললেন, তুমি খাও, আমি রোযা রেখেছি।" হযরত সালমান (রা) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন আবু দারদাও খেলেন। এরপর রাতে হযরত আবু দার্‌দা (রা) নামাযে মগ্ন হতে গেলে হযরত সালমান (রা) তাকে ঘুমাতে বললেন। তিনি ঘুমালেন। একটু পরেই আবার উঠে নামাযে রত হতে গেলে হযরত সালমান (রা) এবারও তাকে ঘুমাতে

www.BANGLAKITAB.com

বললেন। এরপর শেষ রাতে সালমান (রা) তাকে উঠতে বললেন এবং দু'জনে নামায পড়লেন। তারপর হযরত সালমান (রা) তাঁকে বললেন, "তোমার উপর তোমার রবের (আল্লাহর) হক আছে, তোমার উপর তোমার নফসের হক আছে, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক আছে। কাজেই প্রত্যেক হক্‌দারের হক আদায় কর।" তারপর হযরত আবু দার্‌দা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে সব কথা বললে তিনি বললেন যে, সালমান ঠিক কথা বলেছে। (বুখারী)

١٥٠- وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ "قُلْتُ فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ" -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ "فَقُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ ؛ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ "فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ : صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ" قُلْتُ"وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَالَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

www.BANGLAKITAB.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذٰلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيَ اللّٰهُ دَاوُدَ فَإِنَّه كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَقْرَاءِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ "قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عِشْرِيْنَ "قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عَشَرٍ "قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ " فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ ، وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لاَتَدْرِيْ لَعَلَّكَ يَطُوْلُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِيْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" وَفِيْ رِوَايَةٍ : "لاَصَامَ مَنْ صَامَ اَلاَبَدَ" ثَلاَثًا وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ : كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَ قِىٰ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : أَنْكَحَنِيْ أَبِيْ إِمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ أَيْ إِمْرَأَةَ وَلَدِهِ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُوْلُ لَهُ : نِعْمَ الرَّجُلُ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ! فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "اَلْقَنِيْ بِه" فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ " كَيْفَ تَصُوْمُ؟ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَكَرَ نَحْوَمَا سَبَقَ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُه مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّتَقَوّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَّتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيْحَةٌ مُعْظَمُهَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَقَلِيْلٌ مِنْهَا فِيْ أَحَدِهِمَا ـ

www.BANGLAKITAB.com

১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দেয়া হল যে, আমি বলে থাকি ঃ "আল্লাহর কসম, যত দিন জীবিত থাকব তত দিন আমি রোযা রাখব আর রাতে নামায পড়তে থাকব"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি নাকি এরূপ কথা বলে থাক? আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরআন। 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি ঠিকই এ কথা বলেছি"। তিনি বললেন "তুমি এরূপ করতে সক্ষম হবে না। কাজেই রোযাও রাখ, আবার রোযা ছেড়েও দাও। তেমনি নিদ্রা যাও আবার রাত জেগে নফলও পড়। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ সৎকাজে ১০ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় এবং এটা হামেশা রোযা রাখার মতো হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন রোযা রাখো ও দু'দিন খাও। আমি বললাম ঃ আমি এর চাইতেও বেশী শক্তি রাখি। তাহলে একদিন রোযা রাখ ও একদিন খাও। এবং এটি হচ্ছে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সাল্লামের রোযা। আর এটিই হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ রোযা।

অন্য রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আর এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রোযা। আমি বললাম ঃ আমি এর চাইতে ও বেশী শক্তি রাখি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এছাড়া আর কোনো শ্রেষ্ঠ রোযা নেই। (হযরত আবদুল্লাহ্ যখন বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন তখন বলতেন ঃ) হায়! আমি যদি সেই তিন দিনের রোযা কবুল করে নিতাম যার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ তাহলে তা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চাইতে আমার কাছে বেশী প্রিয় হতো।

আর অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আমাকে কি এ খবর দেয়া হয়নি, তুমি দিনে রোযা রাখ ও রাতে নফল নমায পড়ো? আমি জবাব দিলাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ এমনটি করো না। রোযা রাখো। আবার ইফ্তারও করো, ঘুমাও আবার ঘুম থেকে উঠে নফল নামাযও পড়ো। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখেরও তোমার ওপর হক আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর হক আছে। তোমার মেহমানেরও তোমার উপর হক আছে। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কারণ প্রত্যেক নেকীর বদলে তুমি ১০ গুণ সাওয়াব পাবে আর এটা সারা বছর বা সর্বক্ষণ রোযা রাখার সমান হয়ে যায়। আমি নিজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করলাম ফলে আমার ওপর কঠোরতা আরোপিত হলো।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করছি। তিনি জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ্র নবী দাউদের রোযা রাখো এবং তার ওপর বৃদ্ধি করো না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "দাউদের রোযা কেমন ছিল।" জবাব দিলেন ঃ "অর্ধ বছর" (অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা একদিন ইফ্তার করা।) আবদুল্লাহ (রা) বৃদ্ধ হবার পর বলতেন ঃ হায়, আমি যদি সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমাকে কি খবর দেয়া হয়নি, তুমি সারা বছর (সবদিন) রোযা রাখো এবং প্রত্যেক রাতে

www.BANGLAKITAB.com

কুরআন খতম করে থাকো? আমি বললাম ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমি এ থেকে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। তিনি বললেন ঃ তাহলে আল্লাহর নবী দাউদের (নিয়মে) রোযা রাখো। কারণ তিনি ছিলেন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার। আর প্রতিমাসে একবার কুরআন খতম করো। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি এর চাইতে বেশী করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে বিশ দিনে খতম করো। বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি এর চাইতেও বেশী ক্ষমতা রাখি। বললেন ঃ তাহলে ১০ দিনে খতম করো। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর চাইতেও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে এক সপ্তাহে কুরআন খত্ম করো এবং এর ওপর বৃদ্ধি করো না। এভাবে আমি নিজেই নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ করতে চেয়েছি এবং তা আরোপিত হয়েই গেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ তুমি জানো না সম্ভবত তোমার বয়স দীর্ঘায়িত হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন আমি সেখানে পৌঁছে গেছি। কাজেই যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলাম তখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যদি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "তোমার ছেলেরও তোমার ওপর হক আছে"। আর এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ যে সদা সর্বদা রোযা রাখে সে রোযাই রাখে না। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর কাছে সবচাইতে পছন্দনীয় রোযা হচ্ছে দাউদের রোযা এবং সবচাইতে পছন্দনীয় নামায হচ্ছে দাউদের নামায। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন ও রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং ষষ্ঠাংশ (আবার) ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন ইফ্তার করতেন এবং দুশমন মোকাবিলায় আসলে পেছনে হটতেন না।"

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমার পিতা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেন। আর আমার পিতা তাঁর পুত্রের স্ত্রীকে শপথ নিয়ে তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী তার জবাবে বলতো ঃ খুব ভালো লোক, যে এখনো আমার সাথে বিছানায় শয়ন করেনি আর এখনো পরদাও খোলেনি, যখন থেকে আমি তার কাছে এসেছি। এ আলোচনা দীর্ঘায়িত হলে আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসংগটি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। অতঃপর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিভাবে রোযা রখো? আমি বললাম ঃ প্রত্যেক দিন। কুরআন কিভাবে খতম করো? জবাব দিলাম ঃ প্রত্যেক রাতে। এরপর তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবারের কাউকে এক সপ্তমাংশ শুনিয়ে দিতেন, যা তিনি পড়তেন, যাতে রাতে তার বোঝা হাল্কা হয়ে যায়। আবদুল্লাহ (রা) যখন আরাম করতে চাইতেন তখন কয়েকটা দিন গণনা করে ইফ্তার করতেন এবং পরে সেদিনগুলির রোযা কাযা করে দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা হবার পর কোনো কিছু পরিহার করাকে তিনি অপসন্দ করতেন।

www.BANGLAKITAB.com

١٥١- وَعَنْ أَبِيْ رِبْعِيٍّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ أَحَدَ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ! مَا تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ : نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ رَأْيَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَوَاللّٰهِ أَنَا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوْبَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ أَنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৫১. হযরত আবু রিব্‌য়ী ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন রাবী আল-উসাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন লেখক ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হযরত আবু বকর (রা) একদিন আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হান্‌যালা, আমি বললাম, হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রা) আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'সুব্‌হানাল্লাহ্' তুমি কি বলছ? আমি বললাম, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে উপদেশ দেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন সম্পত্তির ঝামেলায় পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই"। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমার অবস্থাও এইরূপ। তারপর আমি ও আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কি'? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আপনার কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তানও ধন-সম্পত্তির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি

www.BANGLAKITAB.com

তোমরা আমার কাছে থাকাকালীন অবস্থায় সব সময় থাকতে এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করত। কিন্তু হানযালা! (মানুষের অবস্থা) এক সময় এক রকম আরেক সময় আরেক রকম হয়ে থাকে।" তিনি এ কথা তিনবার বললেন। (মুসলিম)

١٥٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوْا أَبُوْا إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَّقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدَ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৫২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুত্‌বা দিচ্ছেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ বললেন ঃ এ ব্যক্তি আবু ইসরাঈল, সে পণ করেছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবেও না, ছায়ায়ও যাবে না এবং কারও সাথে কথাও বলবে না, আর রোযা রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে হুকুম দাও যেন সে কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং তার রোযা পূর্ণ করে। (বুখারী)

بَابُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ দীনী কাজে নিয়মানুবর্তিতা ও সক্রিয়তা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ - (الحديد : ١٦)

"ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের দিল আল্লাহর যিক্‌র এ বিগলিত হবে, তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সামনে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মত হয়ে যাবে না যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাতে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছে।"(সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيْلَ ، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا - (الحديد : ٢٧)

www.BANGLAKITAB.com

"আর ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে পাঠিয়েছি এবং তাকে ইঞ্জিল কিতাব দিয়েছি। যারা সেটা মেনে চলেছে তাদের দিলে আমি দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর 'রাহবানিয়াত'-বৈরাগ্য তারা নিজেরা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের ওপর ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ-সন্ধানে তারা নিজেরাই তা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আর তারা যথার্থভাবে পালন করেনি।" (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا"۔ (النحل : ٩٢)

"আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ে যেও না যে নিজেই খাটাখাটনি করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯২)

"وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ"۔ (الحجر : ٩٩)

"আর সেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত করতে থাক যার আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।" (সূরা হিজ্‌র্ ঃ ৯৯)

١٥٣- وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ الَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَه مِنَ الَّيْلِ ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

১৫৩. হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রাতে তার অযীফা না পড়েই ঘুমায় অথবা কিছু বাকী রয়ে যায়, তারপর তা যুহরের মাঝখানে পড়ে নেয়, তার জন্য (ঐ সাওয়াবই) লিখে দেয়া হয় যে, সে যেন তা রাতেই পড়েছে। (মুসলিম)

١٥٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ الَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ الَّيْلِ ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۔

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র্ ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আবদুল্লাহ! অমুক লোকের মত হয়ো না যে রাতে ইবাদাত করত। তারপর তা ছেড়ে দিয়েছে।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ الَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

১৫৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায কোন অসুবিধা অথবা অন্য কোন কারণে বাদ পড়ে গেলে তিনি তার পরিবর্তে ১২ রাকা'আত নামায দিনে পড়তেন। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাতের হিফাযত ও তার আনুসংগিক বিধি বিধান পালন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا" (الحشر : ٧)

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে সে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশ্‌র ঃ ৭)

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى" (النجم : ٣-٤)

"তিনি নিজের থেকে কিছু বলেন না। এতো অহী–যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়।" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩–৪)

"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ"

"হে নবী! বলে দিন, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পেষণ কর, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" (الاحزاب : ٢١)

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আহযাব ঃ ২১)

"فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا" (النساء : ٢٥)

"না, তোমার প্রতিপালকের কসম! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসাবে মেনে না নেবে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কোন দ্বিধাবোধ করবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়া।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

"فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ" (النساء : ٥٩)

"তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও,যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

"مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ"

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল।" (সূরা নিসা ঃ ৮০)

www.BANGLAKITAB.com

"وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ" (الشورى : ٥٢)

"আর আপনি সঠিক সোজা পথ দেখাচ্ছেন। তা আল্লাহরই পথ।"(সূরা শুরা ঃ ৫২)

"فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ"۔ (النور : ٦٣)

"যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত, যেন তাদেরকে কোন ফিত্না অথবা কষ্টদায়ক আযাবে পেয়ে না বসে।"(সূরা নূর ঃ ৬৩)

"وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ"۔ (الاحزاب : ٣٤)

"(হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমাদের ঘরে যে আল্লাহর আয়াত ও হিক্মত আলোচনা করা হয় তা তোমরা মনে রাখ।"(সূরা আহ্যাব ঃ ৩৪)

١٥٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۔

১৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি যে সব বিষয় বর্ণনা না করে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি, সে সব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও (প্রশ্ন করো না)। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের অত্যধিক প্রশ্ন ও নবীদের ব্যাপারে মতভেদের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٧- وَعَنْ أَبِيْ نَجِيْحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا :يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ وَالرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْكُمْ بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ۔ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ۔

www.BANGLAKITAB.com

১৫৭. হযরত আবু নাজীহ্ ইর্‌বায ইবন্ সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্বালাময়ী ভাষায় আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো বিদায়ী উপদেশের মত। কাজেই আমাদের আরও উপদেশ দিন, তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমদের উপদেশ দিচ্ছি আর তোমাদের ওপর হাবশী গোলামকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিলেও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাক এবং সমস্ত বিদ্'আত থেকে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেকটি বিদ্'আতই গুমরাহ।(আবূ দাউদ ও তিরমীযী)

١٥٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ " وَمَنْ أَبَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে। তবে যারা অস্বীকার করবে তারা যাবে না।" জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কারা অস্বীকার করে? তিনি বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে অস্বীকার করল।"(বুখারী)

١٥٩- عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ وَقِيْلَ أَبِيْ إِيَاسَ سَلْمَةَ عَمْرِوبْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ " قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ قَالَ : لاَ اسْتَطَعْتَ ! مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৫৯. হযরত আবু মুসলিম অথবা আবু আয়াস সালামা ইব্ন আম্‌র ইব্ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাম হাতে খেতে লাগল। তিনি বললেন ঃ "ডান হাতে খাও।" সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, "তুমি যেন না পার।" অহংকারই তাকে এ হুকুম পালনে বাধা দিয়েছিল। তারপর সে তার হাত মুখের কাছে উঠাতে পারল না। (মুসলিম)

١٦٠- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى إِذَا أَرٰى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأٰ رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ : عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ -

১৬০. হযরত আবু আবদুল্লাহ নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন। এমনকি (মনে হতো) তিনি যেন এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। আমরা এ কাজটা পূর্ণভাবে করেছি বলে তাঁর বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকীদ দিতেন। তারপর একদিন তিনি এসে নামাযে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর দিবেন, এমন সময় একজন লোককে দেখলেন যে, তার বুকটা কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর বান্দারা তোমাদের কাতার সোজা করনি তো আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।"

١٦١- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৬১. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদীনায় কোন এক রাতে একটি বাড়ীতে আগুন লাগে এবং এর ফলে পরিবারের লোকদের ক্ষতি হয়। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হলে তখন তিনি বললেন ঃ "এই আগুন হচ্ছে তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা ঘুমাবার সময় এটাকে নিভিয়ে দাও।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرٰى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

১৬২. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে যে আল্লাহ জ্ঞান ও সঠিক পথসহ পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ বৃষ্টির মত। বৃষ্টির পানি কোনো জমিতে পড়লে জমির ভাল অংশ তা চুষে নেয় এবং বহু নতুন ও তাজা ঘাস জন্মায়। জমির আর এক শুকনো অংশ যাতে বৃষ্টির পানি আট্‌কে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখানে পানি থেকে পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচ দেয় ও ফসল উৎপন্ন করে। জমির আর এক অংশ ঘাসহীন অনুর্বর এলাকা, যেখানে পানিও আটকায় না,ঘাসও হয় না। এটা হচ্ছে সেই লোকের উদাহরণ যে, আল্লাহর দীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে এবং মহান আল্লাহ যা কিছু দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হয়। সে নিজেও জ্ঞান লাভ করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করে। আর শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকায় না এবং আল্লাহর যে বিধান দিয়ে আমাকে পাঠান হয়েছে তা সে গ্রহণ ও করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفْلِتُوْنَ مِنْ يَدِيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালানোর পর ফড়িং ও অন্যান্য জীব তাতে পড়ে এবং সে ও গুলোকে বাধা দিতে থাকে। আর আমিও তোমাদের কোমর ধরে আছি যাতে তোমরা আগুনে না পড়, কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছো।" (মুসলিম)

١٦٤- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّهِ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَايَدْرِيْ فِيْ أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا أَذًى فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ -

www.BANGLAKITAB.com

১৬৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুল ও থালা (খাওয়ার পর) চেটে খেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "তোমরা জান না কোন্ স্থানে রবকত রয়েছে।" (মুসলিম)

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তোমাদের কারও খাবারের কোন লোক্মা পড়ে গেলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয় এবং তার ময়লা পরিস্কার করে খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর আঙুল চেটে না খাওয়ার সময়ও সে হাযির হয়। কাজেই তোমাদের কারও কোন লুক্মা পড়ে গেলে, তার ময়লা পরিস্কার করে খেয়ে ফেল উচিত এবং শয়তানের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়।

١٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ، اَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَم، اَلاَ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُبِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِيْ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَتَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمُ " فَيُقَالُ لِيْ" إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৬৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ "হে লোকেরা! তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে খালি পায়ে, উলংগ শরীরে এবং খাত্না বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে।" মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "যেমন করে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তেমন করে আবার সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা। আমি এ ওয়াদা পূরণ করব।"জেনে রাখ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কাপড় পরান হবে। সাবধান! আমার উম্মাতের কিছু লোককে এনে বাম দিকে (দোযখের দিকে) ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলল, হে আমার প্রতিপালক! এতো আমার সাহাবী। তখন বলা হবে, তুমি জান না যে তোমার পর এরা কি কি নতুন কাজ করেছে। আমি তখন হযরত ঈসা (আ)-এর মত বলব, আমি যতকাল তাদের মধ্যে ছিলাম তাদের ওপর সাক্ষ্য দানকারী হয়েই ছিলাম ----। "(সূরা মায়িদা, ঃ ১১৭-১১৮)তখন আমাকে বলা হবে, তাদের কাছ থেকে তুমি যখন বিদায় নিয়েছ তখন থেকে তারা তোমার দীন ছেড়ে দূরে সরে গিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَبْدِ اللّٰهِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ : إِنَّه لاَيَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ ، وَإِنَّه يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّ قَرِيْبًا لِابْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ : إِنَّهَا لَاتَصِيْدُ صَيْدًا ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ إِلاَّ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا ـ

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথরের টুক্‌রা শাহাদাত আঙুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাঝখানে রেখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ কাজে কোন শিকারও মারা পড়ে না, দুশমনও শেষ হয় না। বরং এটা চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং দাঁত ভেংগে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যএক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফালের এক নিকটাত্মীয় কাউকে পাথর মেরেছিল। আবদুল্লাহ (রা) নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এভাবে শিকার মরে না। ঐ ব্যক্তি পুণর্বার একই কাজ করে। এতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ "আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন তবুও তুমি মারছো। আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না।"

١٦٧- عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ (يَعْنِي الْأَسْوَدَ) وَيَقُوْلُ : إِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৬৭. হযরত আবিস্ ইব্ন রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে হাজরে আস্‌ওয়াদ (কা'বা ঘরের সাথে লাগানো কাল পাথর) চুমু দিতে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমি জানি যে, তুমি একখন্ড পাথর মাত্র, তুমি কোন উপকার করতে পার না ও অপকার করতে পার না, আমি যদি তোমাকে চুমু দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِيْ وُجُوْبِ الْانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللّٰهِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى ذٰلِكَ وَأَمْرُ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهِيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

"فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ (النساء : ٦٥)

"না তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা ঈমানদারই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে না নেয়। তারপর আপনি যে রায়

www.BANGLAKITAB.com

দেবেন তারা সে সম্পর্কে মনে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবে না এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নিবে।"(সূরা নিসা ঃ ৬৫)

"إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-(النور : ٥١)

"মু'মিনদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান জানান হয়, তখন তারা এই কথাই বলে যে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এসব লোকই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।" (সূরা নূর ঃ ৫১)

١٦٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلّٰهِ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبْدُوْا مَافِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ الْآيَةَ اشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا : أَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ : الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيْقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ إِثْرِهَا : " اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؛ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَنَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ" فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ " لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا " قَالَ نَعَمْ : رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا " قَالَ نَعَمْ : رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ" قَالَ نَعَمْ : "وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ، أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ" قَالَ نَعَمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

১৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা বাকারার শেষ রুকুর প্রথম আয়াতটি নাযিল হল, তা

www.BANGLAKITAB.com

সাহাবীগণের নিকট খুব কঠিন মনে হল। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .... "আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে তা সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য। তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন।" সাহাবীগণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নতজানু হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের সাধ্যানুযায়ী নামায, জিহাদ, রোযা, সাদাকা ইত্যাদি কাজগুলো আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে অথচ আপনার উপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে আর আমরা তা করার ক্ষমতা রাখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের পূর্বে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা যেমন বলেছিল, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম, তোমরাও কি তেমনি বলতে চাও? তোমরা বরং এ কথা বল, ... سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا "শুনলাম এবং মেনে নিলাম, তোমার (অর্থাৎ আল্লাহর)কাছে ক্ষমা চাই হে প্রভু! আর তোমারই নিকট ফিরে যেতে হবে।" লোকেরা যখন এ আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিহ্বা আনুগত্য করল, তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের পর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ .... اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ "রাসূলের নিকট তাঁর রবের কাছ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি রাসূল ও মু'মিনগণ ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ,কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই। আর আপনার নিকটেই তো ফিরে যেতে হবে।"

যখন সাহাবীগণ এসব করলেন তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ .... لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا "–আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। তার জন্য তাঁর কাজের সাওয়াব রয়েছে এবং শাস্তিও রয়েছে। (তারা বলে) "হে আমাদের প্রভু! আমরা ভুলত্রুটি করে থাকলে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করবে না।" মহান আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর যেমন তুমি (কঠিন হুকুমের) বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে তেমন কোন বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিবেন না।" মহান আল্লাহ্ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর এমন কোন দায়িত্বভার দিবেন না যা পালন করার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের গুনাহের কালিমা মুছে দিন। আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন, আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই কাফিরদের উপর আমাদের বিজয়ী করুন।" আল্লাহ বলেন, "আচ্ছা তাই হবে।" (মুসলিম)

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ

অনুচ্ছেদঃ বিদ্আত ও দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও প্রচলন নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ"۔ (يونس : ٣٢)

"হক কথার পর আর সবই ভ্রান্তি।"(সূরা ইউনুস ঃ ২২)

www.BANGLAKITAB.com

"مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ"۔(الانعام : ٨)

"আমি এ কিতাবে কোন কিছু বাদ দেইনি।"(সূরা আন'আম ঃ ৮)

"فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ"۔(النساء : ٥٩)

"যদি তোমরা কোন ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ কর তবে সে ব্যাপারটা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"(সূরা নিসা ঃ ৫৯)

"وَإِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ"۔(الانعام : ١٥٣)

"আর আমার এই রাস্তা সরল ও মজবুত। কাজেই তোমরা এই রাস্তায়ই চল। এছাড়া অন্য সব রাস্তায় চলো না, তা তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।" (সূরা আন'আম ঃ ১৫৩)

"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ ....." (ال عمران : ٣١)

"তুমি বলে দাও ঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ .....।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

١٦٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۔

১৬৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের ব্যাপারে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"(বুখারী ও মুসলিম)

١٧٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ، وَيَقُوْلُ ، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ثُمَّ يَقُوْلُ : أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۔

www.BANGLAKITAB.com

১৭০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেত, তাঁর আওয়াজ বড় হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহ তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় ভাল রাখুন।" তিনি আরও বলতেন, "আমাকে কিয়ামাতসহ এভাবে পাঠানো হয়েছে।" এ কথা বরে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনি অঙ্গুলি মিশাতেন। তিনি আরও বলতেন, " অতঃপর সবচেয়ে ভাল কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে ভাল আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর (দীনের ব্যাপারে) নতুন বিষয়গুলো (অর্থাৎ নতুন বিষয় সৃষ্টি করা) সবচেয়ে খারাপ। আর সব বিদ্আতই ভ্রান্তি।" তারপর তিনি বলতেন ঃ "আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে যায় তার দায়িত্ব আমারই ওপর।" (মুসলিম)

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কিংবা মন্দ পন্থা উদ্ভাবন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

"وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا"۔ (الفرقان : ٧٤)

"আর যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

"وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا"۔ (الأنبياء:٧٣)

"আমি তাদেরকে (নবীগণকে) নেতা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। তারা আমার হুকুম অনুযায়ী হিদায়াত করতো।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৩)

١٧١- عَنْ أَبِىْ عَمْرٍو جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِىْ السُّيُوْفِ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : "يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ " إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا" وَالْاٰيَةُ الْأُخْرٰى الَّتِىْ فِى اٰخِرِ الْحَشْرِ "يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا

www.BANGLAKITAB.com

قَدَّمَتْ لِغَدٍ " تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ وَ مَنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْبِشِقِّ تَمْرَةٍ " فَجَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُوْرَةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭১. হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন একদিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন একদল লোক তাঁর কাছে এল। তাদের শরীর ছিল উলংগ। চট কিংবা আ'বা পরিহিত ছিল তারা। তরবারীও তাদের সাথে লাগান ছিল। তারা সবাই ছিল মুদার বংশের লোক। তাদের দারিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারপর তিনি ঘরের ভেতর গেলেন। পরে বের হয়ে হযরত বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। হযরত বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে এক ভাষণে বললেন ঃ "হে জনগণ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। আর উভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর নিজ নিজ অধিকার দাবী কর। আর তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখেন" (সূরা নিসা ঃ ১)। তিনি সূরা হাশ্‌রের শেষের দিকের নিম্নোক্ত আয়াতটিও পড়লেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য রাখে যে, সে আগামী দিনের (আখিরাতের) জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা আল্লাহকেই ভয় করে চল। তোমরা যা করছ আল্লাহ তার খবর রাখেন" (তারপর তিনি বললেন) প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যেন সে তার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) তার কাপড়, তার গম এবং তার খেজুর থেকে দান করে। তিনি এমনকি এ কথাও বলেন যে, এক টুকরো খেজুর হলেও তা দান কর। এরপর একজন আনসারী এক থলে খেজুর নিয়ে এল। থলেটি বয়ে আনতে তার হাত অক্ষম হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল বরং অক্ষমই হয়ে পড়েছিল। তারপর লোকেরা একের পর এক দান করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি কাপড় ও খাদ্যের দু'টি স্তূপ দেখতে পেলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক চেহারার নূর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তা যেন সোনালী রংয়ে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নিয়মের প্রচলন করে সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বিনিময়ও সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ নিয়ম চালু করে তার ওপর এর (গুনাহের) বোঝা চেপে বসবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বোঝাও তার উপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের বোঝা কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

١٧٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৭২. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে নিহত হবে তার রক্তপাতের দায়িত্ব হযরত আদম (আ)-এর প্রথম হত্যাকারী সন্তানের (কাবীল) উপর পড়বে। কারণ সেই প্রথম ব্যক্তি যে হত্যার নিয়ম চালু করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى خَيْرٍ وَالدُّعَاءِ إِلَى هُدًى أَوْ ضَلاَلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণের পথ দেখান এবং সঠিক অথবা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাক দেয়া।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ - (القصص : ٨٧)

"তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও।"(সূরা কাসাস ঃ ৮৭)

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-(النحل : ١٢٥)

"তুমি তোমার রবের পথের দিকে সুকৌশলে ও সদুপদেশের মাধ্যমে আহবান কর।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১২৫)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى - (المائدة : ٢)

"তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য কর।"(সূরা মায়িদা ঃ ২)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ - (ال عمران : ١٠٤)

"তোমাদের ভেতরে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে ডকাতে থাকবে।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

١٧٣- وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَلَّ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

১৭৩. হযত আবু মাসউদ উকবা ইব্‌ন আমর আল-আনসারী বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন ভালোর পথ দেখায় সে ঠিক ততটা বিনিময় পায় যতটা বিনিময় ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পায়।"(মুসলিম)

١٧٤- وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَايَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اثَامِهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাক দেয় তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় হবে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্তপথের দিকে ডাকে তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

١٧٥- عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ " فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوْا إِلَيْهِ " فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتّٰى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَأَن يَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

www.BANGLAKITAB.com

১৭৫. হযরত আবুল আব্বাস সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন বলেন ঃ "আমি নিশ্চয়ই আগামীকাল এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দিব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দিবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁকে ভালবাসেন। লোকেরা রাতভর চিন্তা-ভাবনা ও আলাপ আলোচনা করতে লাগল যে, কাকে এই পতাকা দেয়া হবে। সকালবেলা তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সেই পতাকা পাওয়ার আশায় এলেন। তিনি বললেন ঃ "আলী ইব্ন আবু তালিব কোথায়? " বলা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি চোখের রোগে ভুগছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাঁর কাছে লোক পাঠাও।" তারপর তাকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেখে থুথু দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তিনি এতে এমন আরোগ্য লাভ করলেন যেন কোন রোগই তার ছিল না। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দুশমনরা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে লড়াই করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তুমি তাদের এলাকায় না পৌঁছা পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকবে। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে তাদের করণীয় কাজ জানিয়ে দেবে। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন একজন লোককে হিদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়ে ভাল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيْ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ؟ قَالَ أْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : أَعْطِنِيْ الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ فَقَالَ يَا فُلَانَةُ أَعْطِيْهِ الَّذِيْ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلَا تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَوَاللّٰهِ لَاتَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম বংশের জনৈক যুবক বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদ করতে চাই, কিন্তু প্রস্তুতি নেবার মত আমার কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ "তুমি অমুক লোকের নিকট যাও। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তাঁর কাছে গিয়ে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি যা কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছ তা আমাকে দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললঃ হে অমুক (মহিলা!) একে আমার সবকিছু সরঞ্জাম দিয়ে দাও এবং কোন কিছু রেখে দিও না। আল্লাহর কসম তোমরা তার কোন কিছু রেখে না দিলে এতে আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিবেন। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

অনুচ্ছেদ ঃ নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى" (المائدة : ٢)

"তোমরা নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগিতা কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ২)

"وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ كَلَامًا مَعْنَاهُ : إِنَّ النَّاسَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ عَنْ تَدَبُّرِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ ـ

"সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ঐসব লোক ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছে" -(সূরা আস্‌র ঃ ১, ২, ৩)। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মানুষ অথবা অধিকাংশ মানুষ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না। এ ব্যাপারে তারা আত্মভোলা হয়ে রয়েছে।

١٧٧- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৭৭. হযরত আবদুর রহমান যায়েদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের পরিবার-পরিজনের সাথে তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণকর ব্যবহার করল, সেও যেন জিহাদ করল।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِيْ لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৭৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইল গোত্রের শাখা লেহিয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক (পরিবারের) প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্ততঃ এক ব্যক্তি যেন জিহাদে যোগদান করে। এক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই প্রতিদান দেয়া হবে। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مِنَ الْقَوْمِ ؟ قَالُوْا : الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ " فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ : نَعَمْ " وَلَكِ أَجْرٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৭৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল অশ্বারোহীর সাথে মিলিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা ? তারা বলল ঃ আমরা মুসলমান। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ- আল্লাহর রাসূল। অতঃপর জনৈক মহিলা একটি শিশুকে তাঁর সামনে উঁচু করে ধরে জিজ্ঞেস করল, এ শিশুও কি হজ্জ করতে পারবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হাঁ এবং সাওয়াবটা তুমি পাবে। (মুসলিম)

١٨٠- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮০. হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান কোষাধ্যক্ষ হচ্ছে একজন আমানতদার ব্যক্তি, তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয় সে তা কার্যকর করে, অতঃপর সে স্বেচ্ছায় ও সন্তোষ সহকারে তা (সাদাকা যাকাত) পূর্ণরূপে আদায় করে, তারপর তা যার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ তাকে দেয়া হয় তা তার কাছে অর্পণ করে। এ ব্যক্তিও (তার কর্তব্য পালনের জন্য) সাদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ সেও দু'জন সাদাকাকারীর একজন গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فِي النَّصِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনা) সম্পর্কে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ"-(الحجرات : ١٠)

"মুসলিমগণ পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে সংশোধন করে নাও।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

"إِخْبَارًا عَنْ نُوْحٍ ﷺ وَأَنْصَحُ لَكُمْ"-(الأعراف : ٦٢)

(আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বলেন ঃ "আমি (নূহ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি) "আমি তোমাদের কল্যাণকামী।" (সূরা আরাফ ঃ ৬২)

www.BANGLAKITAB.com

وَعَنْ هُوْدٍ عليه السلام وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ - (الأعراف : ٦٨)

(হযরত হূদ আলাইহিস্ সাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বলেন ঃ আমি (হূদ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দেই,) "আমি তোমাদের বিশ্বস্ত কল্যাণকামী"। (সূরা আরাফ ঃ ৬৮)

١٨١- عَنْ أَبِيْ رُقَيَّةَ تَمِيْمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ" قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَالرَّسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - رواه مسلم -

১৮১. হযরত আবু রুকাইয়া তামীম ইবন আওস আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দীন (ইসলামের মূল কথা) হচ্ছে জনগণের কল্যাণ কামনা করা।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব, তার রাসূল, মুসলমানদের, ইমাম (নেতা) এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

١٨٢- عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮২. হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা ও সঠিক উপদেশ দেয়ার শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের কেউই পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (اٰل عمران : ١٠٤)

www.BANGLAKITAB.com

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই কৃতকার্য হবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (ال عمران : ١٦٨)

"তোমরাই সর্বোত্তম দল, তোমদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৮)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ـ (الاعراف : ١٩٩)

"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চল"। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (التوبة : ٧١)

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"(সূরা তাওবা ঃ ৭১)

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ (المائدة : ٧٨-٧٩)

"বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল। অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল।" (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮, ৭৯)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ـ (الكهف : ٢٩)

"স্পষ্টভাবে বলে দিন, এ মহাসত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নেবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য করবে। (সূরা কাহফ ঃ ২৯)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ـ (الحجر : ٩٤)

"কাজেই হে নবী ঃ যে জিনিসের হুকুম আপনাকে দেয়া হচ্ছে তা উচ্চকণ্ঠে বলে দিন।" (সূরা হিজ্‌র ঃ ৯৪)

www.BANGLAKITAB.com

أَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ - (الاعراف : ١٦٥)

"আমরা এমন লোকদের মুক্তি দিলাম যারা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকত, আর যারা যালেম ছিল তাদেরকে তাদেরই বিপর্যয়মূলক কাজের জন্য কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম"। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৫)

١٨٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হল ঈমানের দুর্বলতম এবং নিম্নতম স্তর। (মুসলিম)

١٨٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ أُمَّةٍ قَبْلِيْ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৮৫. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার পূর্বে কোন জাতির কাছে যে নবীকেই পাঠানো হয়েছে, তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্যে এক দল সাহায্যকারীও থাকত। তারা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। এদের পরে এমন কিছু লোকের উদ্ভব হল তারা যা বলত তা নিজেরা করত না এবং এমন কাজ করত যা করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। এতএব, এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সে মু'মিন। যে মুখ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। আর যে অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٦- عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَاتُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ ، وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَانَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮৬. হযরত আবুল ওয়ালীদ উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার, দুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করেছি। আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি ঃ যোগ্য ও উপযুক্ত শাসকের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হব না। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) ঃ হাঁ, যদি তোমরা তাকে স্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখ, যে সম্পর্কে তোমাদের কাছে আল্লাহর দেয়া কোন দলীল-প্রমাণ রয়েছে (তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পার) এবং আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি ঃ আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সর্বাবস্থায় হকের (সত্য-ন্যায়ের) কথা বলব। আল্লাহর (বিধান মত জীবন যাপনের) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা ও তিরস্কারের পরওয়া করব না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٧- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْقَائِمِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُ هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أَيْدِيْهِمْ وَنَجَوْا جَمِيْعًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১৮৭. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হল ঃ একদল লোক লটারী করে একটি সমুদ্রযানে উঠলো। তাদের কতক নিচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নিচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নিচের তলার লোকেরা) পরস্পর বলল, আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ফুটো করে নেই, তবে উপর তলার লোকদেকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকেরা) তাদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয় (ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে) তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং সবাইকেও বাঁচাতে পারবে। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٨- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ أَبِيْ أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ؛ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ اللّٰهِ وَتَابَعَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ : لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১৮৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপর কিছু শাসক নিযুক্ত করা হবে। তোমরা তাদের কিছু কার্যকলাপের সাথে (ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী হওয়ার কারণে) পরিচিত থাকবে আর কিছু কার্যকলাপ তোমদের কাছে (শরী'আত বিরোধী হওয়ার কারণে) অপরিচিত মনে হবে। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি এগুলোকে খারাপ জানবে সে দায়মুক্ত। আর যে ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করবে সে নিরাপদ। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করল এবং এর সাথে সহযোগিতা করল। সাহাবা কেরাম (রা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাদের (এরূপ স্বৈরাচারী শাসকদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না? তিনি বললেন ঃ না, যতক্ষণ তারা নামায কায়েম করে। (মুসলিম)

١٨٩- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ! وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ! فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ! وَحَلَّقَ بِأُصْبُعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৮৯. হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে তাঁর কাছে আসলেন। তিনি বলছিলেন ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ধ্বংস হোক আরবের সেই মন্দ ও অনিষ্টের কারণে যা নিকটে এসে গেছে। আজ ইয়াজূজ-মাজূজের (বন্দীশালার) দরজা এতদূর খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী দিয়ে বৃত্ত বানিয়ে তা দেখালেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্যে নেক্কার আল্লাহভীরু লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন ঃ হাঁ, যখন অশ্লীল ও বিপর্যয়মূলক কাজের অত্যধিক প্রসার ঘটবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٩٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسِ وَالطُّرُقَاتِ "فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ

www.BANGLAKITAB.com

فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

১৯০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তায় বসা ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে (পারস্পরিক প্রয়োজন সম্পর্কিত) আলাপ আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার হক আবার কি? তিনি বললেন ঃ রাস্তার হক হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের নির্দেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٩١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ! فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ : لَا وَاللّٰهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

১৯১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি আংটিটি তার হাত থেকে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি নিজের হাতে জ্বলন্ত অংগার রাখতে পছন্দ করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সেখান থেকে) চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হল, আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে অন্য কোন কাজে লাগাও। সে বলল, আল্লাহর কসম! যে জিনিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন আমি তা কখনও নেব না। (মুসলিম)

١٩٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ أَنَّ عَائِذَبْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ "فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ : إِجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِيْ غَيْرِهِمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

www.BANGLAKITAB.com

১৯২. হযরত আবু সাঈদ আল-বাস্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। আয়েয ইব্‌ন আম্‌র (রা) একদা উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি (আয়েয) বললেন, "হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিকৃষ্ট রাখাল (প্রশাসক) হল সেই ব্যক্তি যে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে নম্রতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে না। তুমি সতর্ক থাক যেন এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাও।" তাঁকে বলা হল থাম! কেননা তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েয) বললেন, তাদের (সাহাবাদের) মধ্যে কি এরূপ অপদার্থ লোক ছিল? নীচ ও অপদার্থ লোক তো তাদের পরের স্তরে অথবা তারা ছাড়া অন্য লোক। (মুসলিম)

١٩٣- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

১৯৩. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায়, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না (দু'আ কবুল হবে না)। (তিরমিযী)

١٩٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ -

১৯৪. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ কথা বলাই উত্তম জিহাদ"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٩٥- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْبَجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

১৯৫. হযরত আবু আবদুল্লাহ তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন সময় প্রশ্ন করল, যখন তিনি সাওয়ারীর রেকাবে পা রেখেছিলেন মাত্র ঃ সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি ? তিনি বললেন ঃ "স্বৈরাচারী যালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ"।

١٩٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ :

www.BANGLAKITAB.com

يَا هَذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَاتَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَيَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ؛ ثُمَّ قَالَ : لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، ذٰلِكَ عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لاَيَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ، تَرَى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْ كَفَرُوْا ؛ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ " إِلَى قَوْلِهِ " فَاسِقُوْنَ " ثُمَّ قَالَ "كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنُكُمْ لَعَنَهُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

১৯৬.হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে প্রথমে এভাবে দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারীতা অনুপ্রবেশ করে-এক (আলেম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হত এবং তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যা করছ তা পরিত্যাগ কর, কেননা এ কাজ তোমার জন্য বৈধ নয়। পরদিনও সে তার সাথে মিলিত হয়ে তাকে পূর্বাবস্থায়ই দেখতে পেত। কিন্তু সে আর তাকে নিষেধ করত না। কেননা ইতিমধ্যে সে তার পানাহার ও ওঠা-বসায় শরীক হয়ে তারা এ অবস্থায় পৌঁছে গেল, যখন আল্লাহ তাদের একের অন্তরের (কালিমা) দ্বারা অপরের অন্তরকে অন্ধকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করল তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইব্ন মরিয়মের মুখ দিয়ে অভিশম্পাত করা হল। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিত্যাগ করেছিল। অতি জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল। আজ তোমরা এখন অনেক লোক দেখতে পাচ্ছ, যারা (মু'মিনদের বিপরীতে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই অত্যন্ত খারাপ পরিণামই সম্মুখে রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিসমূহ তাদের জন্য করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা কখনই (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ছিল ফাসিক" (সূরা মায়িদাঃ ৭৮-৮১)। অতঃপর তিনি বললেনঃ "কখনই নয়! আল্লাহর কসম ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করতে থাক এবং তাকে হক পথে টেনে আন ও সত্য-ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের (নেক্কার ও গুনাহগার) পরস্পরের অন্তরকে মিলিয়ে (অন্ধকার করে) দিবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মত তোমদেরকেও অভিশপ্ত করবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٩٧- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : "يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ النَّاسَ رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ -

১৯৭. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাক ঃ ".....يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা কর, অপর কারোর পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথে থাকতে পার। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন, তোমরা (পার্থিব জীবনে) কি করছিলে"-(সূরা মায়িদা ঃ ১০৫)। আমি (আবু বকর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "লোকেরা যখন দেখল, অত্যাচারী অত্যাচার করছে, কিন্তু তারা তার প্রতিরোধ করল না, এরূপ লোকদের ওপর আল্লাহ অচিরেই শাস্তি পাঠাবেন"। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

بَابُ تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, কিন্তু সে তদানুযায়ী কাজ করে না, তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ"-(البقرة : ٤٤)

"তোমরা জনগণকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাক, তোমাদের বুদ্ধিকে কি কোন কাজেই লাগাও না ?" (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

"يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ!-(الصف : ٢-٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বল যা কার্যত কর না? তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না, আল্লার কাছে এটা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার"। (সূরা আস্ সাফ ঃ ২, ৩)

وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلٰى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ-(الهود : ٤٤)

"আমি (শু'আইব) কিছুতেই চাই নাই না যে, আমি তোমাদেরকে যা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজেই করি। আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই" (সূরা হূদ ঃ ৪৪)।

www.BANGLAKITAB.com

١٩٨- عَنْ أَبِيْ زَيْدٍ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِيْ النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا. فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ يَا فُلَانُ مَالَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ : بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

১৯৮. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে এমনভাবে চক্কর দিতে থাকবে যেভাবে গাধা চাক্কীর মধ্যে ঘুরে থাকে। দোযখীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের নির্দেশ দিতে না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে না? সে উত্তরে বলবে, হাঁ আমি সৎকাজে আদেশ দিতাম, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আমি অন্যদের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু আমি নিজেই আবার তা করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমানত আদায় করার নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا"-(النساء: ٥٨)

"আল্লাহ তোমদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন"। (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا" (الاحزاب: ٧٢)

"আমরা এ আমানত আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। তারা এটা বহন করতে প্রস্তুত হল না, বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই"। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৭২)

١٩٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ - مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

১৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন হল ৩টি। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যা ওয়াদা করবে তার বিপরীত কাজ করবে এবং কোন কিছু আমানত রাখলে তার খিয়ানত করবে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় আরো আছে ঃ "সে যদি রোযা-নামায করে থাকে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ধারণা করে থাকে (তবুও সে মুনাফিক)।"

٢٠٠- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنَ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ ، يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ " ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِيْ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ : لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِيْنُهُ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২০০. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দু'টি কথা বলেন। তার মধ্যে একটি তো আমি দেখেই নিয়েছি আর দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি (মহানবী) আমাদেরকে বলেন ঃ প্রথমতঃ মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে আমানতকে (বিশ্বস্ততা) ঢেলে দেয়া হল, অতঃপর কুরআন নাযিল করা হল। তারা কুরআনকে জানল এবং হাদীসকেও চিনল। অতঃপর তিনি (নবী সা) আমাদের কাছে আমানত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মানুষ চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে আর তার অন্তর থেকে আমানত ও বিশ্বস্ততা তুলে নেয়া হবে। অতঃপর তার মধ্যে এর ক্ষীণ প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে। সে পুনরায় স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে, তার অন্তর থেকে বিশ্বস্ততার বাকি প্রভাবটুকুও তুলে

www.BANGLAKITAB.com

নেয়া হবে। অতঃপর অন্তরের মধ্যে একটি ফোস্কার মত চিহ্ন বাকি থাকবে। যেমন, তুমি তোমার পয়ের ওপর আগুনের স্ফুলিংগ রাখলে এবং তাতে চামড়া পুড়ে ফোস্কা পড়ল। বাহ্যত স্থানটি ফোলা দেখাবে, কিন্তু এর মধ্যে কিছুই নেই। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি তাঁর কাঁকর উঠিয়ে নিজের পায়ের ওপর মারতে লাগলেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) এমতাবস্থায় তাদের সকাল হবে এবং তারা ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হবে। তাদের মধ্যে আমানত রক্ষা করার মত একটি লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না : এমনকি বলা হবে অমুক বংশে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে। এ সময়ে তাকে (পার্থিব বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার কারণে) বলা হবে, লোকটি কত হুশিয়ার, চালাক, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর এবং বুদ্ধিমান। অথচ তার মধ্যে সরিষার দানার পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (রাবী হুযায়ফা (রা) বলেন) আজ আমি এমন এক যুগে এসে পড়েছি যে, কার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছি তার কোন বাছবিচার নেই। কেননা, যদি সে খ্রিস্টান অথবা ইয়াহূদী হয়, তবে তার দায়িত্ব আমার হক তার কাছ থেকে আদায় করে দেবে। আজ আমি তোমাদের কারোর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করব না, শুধু অমুক অমুক ব্যক্তির সাথে করব। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠١- عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيْئَةُ أَبِيْكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوْا إِلَى ابْنِيْ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ إِبْرَاهِيْمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمَدُوْا إِلَى مُوْسَى الَّذِيْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحِهِ فَيَقُوْلُ عِيْسَى : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْلُ فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قُلْتُ : بِأَبِيْ وَأُمِّيْ أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ ؟ قَالَ : أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِيْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ : تَجْرِيْ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ لاَيَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا وَفِيْ حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلاَلِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُوْرَةٌ

www.BANGLAKITAB.com

بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمَكْرُوْسٌ فِيْ النَّارِ وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَجَهَنَّمَ لَسَبْعُوْنَ خَرِيْفًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০১. হযরত হুযায়ফা ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মহান-প্রাচুর্যময় আল্লাহ (হাশ্‌রের দিন) সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় তাদের সন্নিকটে জান্নাত আনা হবে। তখন তারা আদম আলাইহিস্ সালামের কাছে গিয়ে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নতের দরজা খুলে দিন। তিনি বলবেন ঃ তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে। আমি এর দরজা খোলার উপযুক্ত নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর তারা ইব্‌রাহীমের (আ) কাছে আসবে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। আমি তো শুধু বিনয়ী খলীল ছিলাম। তোমরা বরং মূসার (আ) কাছে যাও। মহান আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তারা ছুটে হযরত মূসার (আ) কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসার (আ) কাছে যাও। তিনি তো আল্লাহর কালেমা এবং রূহুল্লাহ। হযরত ঈসা (আ) বলবেন, জান্নাতের দরজা খোলার মত যোগ্যতা আমার নেই। পরিশেষে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে আসবে। তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাঁকে (শাফা'আত করার) অনুমতি দেয়া হবে। আমানত এবং দয়া-অনুগ্রহকেও ছেড়ে দেয়া হবে। এরা পুল-সিরাতের ডানে-বায়ে দু'দিকে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎ-বেগে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। আমি (হুযায়ফা অথবা আবু হুরায়রা) বললাম, (হে আল্লাহর রাসূল) ঃ আমার পিত-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুৎ -বেগে পার হওয়ার তাৎপর্য কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি বিদ্যুৎ দেখনি? পলকের মধ্যে তা চলে যেতে-আসতে পারে। অতঃপর বাতাসের গতিতে, অতঃপর পাখির গতিতে এবং দ্রুত দৌড়ের গতিতে পর্যায়ক্রমে পুলসিরাত পার হবে। এ পার্থক্য তাদের কাজ-কর্মের কারণেই হবে। এ সময় তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন ঃ প্রভু হে! শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন। এভাবে বান্দাদের সৎকাজের পরিমাণ কম হওয়াতে তারা অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়বে। ফলে তার নিতম্ব হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। পুল-সিরাতের উভয় দিকে কিছু লোহার আঁকড়া লট্‌কানো থাকবে। যাকে আটক করার নির্দেশ দেয়া হবে এগুলো তাকে আটক করবে। যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে সে মুক্তি পাবে। আর অন্য সবগুলোকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। বর্ণনাকারী (আবু হুরায়রা) বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! দোযখের গভীরতা সত্তর বছরের পথের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

٢٠٢- عَنْ أَبِيْ خُبَيْبٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِيْ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَابُنَيَّ إِنَّهُ لَايُقْتَلُ

www.BANGLAKITAB.com

الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُوْمٌ ، وَإِنِّي أَرَانِيْ إِلاَّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمِّيْ لَدَيْنِيْ أَفَتَرَى دَيْنَنَا يُبْقِيْ مِنْ مَالِنَا شَيْئًا ؟ ثُمَّ قَالَ : يَابُنَيَّ بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِيْ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُ لِبَنِيْهِ (يَعْنِيْ لِبَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُلُثُ الثُّلُثِ) قَالَ : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِبَنِيْكَ قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ وَلَدُ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِيْ الزُّبَيْرِ خُبَيْبٍ وَعَبَّادٍ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَجَعَلَ يُوْصِيْنِيْ بِدَيْنِهِ وَيَقُوْلُ : يَابُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ ؟ قَالَ : اَللّٰهُ فَوَاللّٰهِ مَا وَقَعْتُ فِيْ كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ : يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيْهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِلاَّ أَرَضِيْنَ : مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ ، وَ دَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ ، وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِيْ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ : لاَ وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّيْ أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةً وَلاَخَرَاجًا وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ غَزْوَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِيْ كَمْ عَلَى أَخِيْ مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيْمٌ : وَاللّٰهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هٰذِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ ؟ قَالَ مَا أَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْا بِيْ : قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدِ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةَ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ

www.BANGLAKITAB.com

جَعْفَرَ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ ، قَالَ : فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيْمَا تُؤَخِّرُوْنَ إِنْ أَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ فَاقْطَعُوْا لِيْ قِطْعَةً : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَكَ مِنْ هٰهُنَا إِلَى هٰهُنَا فَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُنْذِرُبْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ : كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُبْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَالَ عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُوْا الزُّبَيْرِ " أَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ وَاللّٰهِ لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِيْنَ عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِيْ فِي الْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَرَفَعَ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ إِمْرَأَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ ؛ فَجَمِيْعُ مَالِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২০২. হযরত আবু হাবীব আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন হযরত যুবায়ের (রা) যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, হে বৎস! আজ যালিম অথবা মযলূমের কেউ না কেউ মারা যাবেই। আমার মনে হচ্ছে আজ আমি নির্যাতিত অবস্থায় মারা যাব। আমি আমার দেনা সম্পর্কে বড়ই দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে আছি। তুমি কি মনে কর, আমার দেনা পরিশোধ করার পর কিছু মাল অবশিষ্ট থাকবে? অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার সন্তান! তুমি আমার মাল-সম্পদ বিক্রি করে আমার দেনা পরিশোধ করে দিয়ো। অতঃপর তিনি এক-তৃতীয়াংশ মালের ওপর অসিয়্যত করলেন যে, এটা তার পুত্রদের জন্য। অর্থাৎ আবদুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

ইব্ন যুবায়েরের পুত্রদের জন্য এক-তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ। তিনি (যুবাইর) বললেন, দেনা পরিশোধ করার পর যদি কিছু মাল থেকে যায়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য। হিশাম বলেন, আবদুল্লাহর কোন কোন ছেলে যুবাইরের পুত্র হাবীব এবং আব্বাদের সমবয়সী ছিল। এ সময় যুবাইরের ৯ পুত্র ও ৯ কন্যা বর্তমান ছিল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি (পিতা যুবাইর) বরাবরই আমাকে তাঁর ঋণের কথা বলতে থাকলেন। তিনি বলছিলেন, হে পুত্র! তুমি যদি এ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ো তবে তুমি আমার মনিবের (আল্লাহ্‌র) কাছে এ দেনা পরিশোধ করার জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম ! আমি বুঝতেই পারছিলাম না তিনি মনিব বলে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজান! আপনার মনিব কে ? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি যখনই তাঁর দেনা পরিশোধ করতে অসুবিধায় পড়ে যেতাম, তখনই বলতাম, হে যুবাইরের মনিব (মহান আল্লাহ)! তাঁর দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও। মহান আল্লাহ এ দু'আ কবুল করলেন এবং পিতার দেনা পরিশোধ করার সুযোগ করে দিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, যুবায়ের (রা) শহীদ হলেন, কিন্তু তিনি কোন নগদ অর্থ (দীনার ও দিরহাম) রেখে যাননি। তিনি কিছু স্থাবর সম্পত্তি রেখে গেলেন। তা হল ঃ গাবা নামক স্থানের কিছু যমিন, মদীনায় এগারটি ঘর, বস্‌রায় দু'টি ঘর, কূফায় একটি ঘর এবং মিসরে একটি ঘর। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তাঁর ঋণগ্রস্থ হওয়ার কারণ ছিল ঃ কোন লোক যদি তাঁর কাছে কিছু গচ্ছিত (আমানত) রাখতে আসতো, তিনি বলতেন, আমি আমানত রাখি না, তবে এটা তোমার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নিলাম। কেননা আমানত হিসেবে রাখলে হয়ত এটা আমার হাতে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তিনি (যুবাইর) কখনও কোন প্রশাসনিক পদে অথবা ট্যাক্স আদায়ের জন্য বা অন্য কোন পদে নিযুক্ত হননি। তিনি কোন পদ পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমানের (রা) সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাঁর সমস্ত দেনার হিসাব করলাম। তার পরিমাণ দাঁড়াল বাইশ লক্ষ (দিরহাম)। হাকীম ইব্ন হিযাম আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার ভাইয়ের ঋণের পরিমাণ কত? আমি আসল পরিমাটা গোপন করে বললাম এক লক্ষ (দিরহাম) অতঃপর হাকীম (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমার এতো পরিমাণ মাল নেই যা দিয়ে এ দেনা পরিশোধ করতে পার। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লক্ষ হয় তবে কি অবস্থা হবে ? হাকীম (রা) বললেন ঃ তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী এটা আদায় করতে তুমি মোটেই সক্ষম হবে না। ঋণ পরিশোধে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে আমার সাহায্য চেয়ো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যোবাইর (রা) গাবার জমিটা এক লাখ সত্তর হাজার (দিরহামে) খরিদ করেছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) সেখানে ষোল লাখ (দিরহামে) বিক্রি করে দিলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, যুবাইরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন গাবা নামক স্থানে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। এ ঘোষণার পর আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) এসে বললেন, যুবাইরের কাছে আমার চার লাখ (দিরহাম) পাওনা আছে। কিন্তু যদি তোমরা চাও তবে আমি তা ছেড়ে দিতে পারি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, না। তিনি (আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর) বললেন,

www.BANGLAKITAB.com

যদি তোমরা এটা পরিশোধের জন্য সময় দাও, আমি তা দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, না (আমি সময় চাই না)। তিনি (ইব্ন জা'ফর) বললেন, তবে জমির একটা অংশ আমাকে পৃথক করে দাও। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি এখান থেকে ঐ পর্যন্ত জমি নিয়ে নাও। তিনি জমি বিক্রি করে তার (যুবাইরের) ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। এরপরও জমির সাড়ে চারটা খণ্ড অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) মু'আবিয়ার কাছে আসলেন। এ সময় তার কাছে আমর ইব্ন উসমান, মুনযের ইব্ন যুবাইর ও ইব্ন যাম'আহ (রা) উপস্থিত ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, তুমি গাবার জমির কি মূল্য নির্ধারণ করেছ ? তিনি বললেন, প্রতি খণ্ড এ লক্ষ্য (দিরহাম)। তিনি বললেন, কয় খণ্ড অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, সাড়ে চার খণ্ড। মুনিযের ইব্ন যুবাইর বললেন, আমি এক খণ্ড এক লাখ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। আমর ইব্ন উসমান (রা) বললেন, আমি এক লক্ষ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। ইব্ন যাম'আহ (র) বললেন ঃ আমি এক লাখ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। মু'আবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন আর কতটুকু বাকি আছে ? তিনি বললেন, দেড় খণ্ড (অবশিষ্ট আছে)। তিনি বললেন, আমি তা দেড় লক্ষ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) তার পাওনা বাবদ যে অংশটুকু কিনেছিলেন, তা পুনরায় তিনি মু'আবিয়ার কাছে ছয় লাখ (দিরহামে) বিক্রি করে ফেললেন। যুবাইরের অন্যান্য ছেলেরা তাকে বললেন, আমাদের মীরাস আমাদের মধ্যে বণ্টন করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! একাধারে চার বছর হজ্জের মওসুমে এই ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন করব না ঃ "যুবাইরের কাছে যে ব্যক্তির পাওনা রয়েছে,সে যেন আমাদের কাছে আসে। আমরা তা পরিশোধ করে দেব।" তিনি একাধারে চার বছর হজ্জের মাওসুমে এ ঘোষণা দিলেন। যখন চার বছর পূর্ণ হল, তিনি তাদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখলেন। যুবাইরের চার স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর অংশে বার লক্ষ (দিরহাম) করে পড়লো, সম্ভবত যুবাইরের ধন-সম্পদের পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি, দু'লক্ষ (দিরহাম)। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুলুম করা হারাম এবং যুলুমের প্রতিরোধ করার নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ - (المؤمن : ١٨)

"যালিমদের জন্য কেউ দরদী বন্ধু হবে না, আর না এমন কোন শাফা'আতকারী হবে যার কথা মেনে নেয়া হবে"। (সূরা মু'মিন ঃ ১৮)

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ - (الحج : ٧١)

"যালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭১)

www.BANGLAKITAB.com

٢٠٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০৩. হযরত যাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে। কৃপণতার কলুষতা থেকে দূরে থাক। কেননা এ কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে (জাতিকে) ধ্বংস করে দিয়েছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে। (মুসলিম)

٢٠٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ وَالْقَرْنَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ (মহান আল্লাহ) কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন। এমনকি শিংযুক্ত বক্‌রী থেকে শিংবিহীন বক্‌রীর প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। (মুসলিম)

٢٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِيْ مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَتّٰى حَمِدَ اللّٰهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِيْ ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ : إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، أَلَا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا؛ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَوْلُوْا : نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا وَيْلَكُمْ! أَوْ وَيْحَكُمْ أُنْظُرُوْا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ -

২০৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতাম না, বিদায় হজ্জ কি বা বিদায় হজ্জ কাকে বলে? অতএব, রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি নিজের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। হযরত নূহ্ (আ) এবং তাঁর পরে আগত অন্যান্য নবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে এর ভয় দেখিয়েছেন, সাবধান করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এর ব্যাপারটা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। এটাও তোমাদের অজানা নয় যে, তোমাদের প্রভু এক চোখ বিশিষ্ট বা অন্ধ নন। দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে এবং তা আঙ্গুর ফলের মত ফোলা হবে। তোমরা সাবধান হও! তোমাদের পরস্পরের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম এবং সম্মানের বস্তু, যেমন তোমাদের এ দিনটি হারাম (সম্মানিত)। সাবধান! আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছে ? উপস্থিত সবাই বললেন, হাঁ (আপনি পৌঁছে দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। (তিনি পুনরায় বললেন) ঃ ধ্বংস হোক অথবা আফসোস হোক, খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর খুন খারাবি করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। সম্পূর্ণ হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এর কোন কোন অংশ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২০৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঃ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে যুলুম করল (জবর দখল করে নিল, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ) তার গলায় সাত তবক যমীন পরিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٧- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ "وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؛ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ" ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২০৭. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ ..... وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ "আর তোমার রব যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও নির্মম পীড়াদায়ক" – (সূরা হূদ ঃ ১০২) (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٨- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ

www.BANGLAKITAB.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ" ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২০৮. হযরত মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে (ইয়ামেনের শাসক করে) পাঠানোর সময় বললেন ঃ তুমি আহলে কিতবের অন্তভুর্ক্ত এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে এরূপ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।" যদি তারা এ আহ্বান মেনে নেয়,তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, প্রত্যেক দিন রাতের সময়-সীমার মধ্যে মহান আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, মহান আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম মালগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাক। আর মযলূম-নির্যাতিতের দু'আকে ভয় কর। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٠٩- وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيَ اللّٰهُ فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ! أَفَلاَ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهِ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا! وَاللّٰهِ لاَيَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ ،أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২০৯. হযরত আবু হুমায়দ আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ আস্ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের

www.BANGLAKITAB.com

আমাকে করেছেন, তার মধ্যে থেকে কোন পদে আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার বাপ -মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সেখানেই তো তার উপঢৌকন পৌঁছে দেয়া হবে! আল্লাহর কসম! তোমাদের কোন ব্যক্তি নাহক কোন কিছু গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করতে করতে আল্লাহর সামনে হাযির হবে। অতএব, আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দারবারে এ অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখতে চাই না যে, সে উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে, অথবা গাভী তা হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বকরীর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে থাকবে। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত ওপরে উঠালেন যে, তাঁর মুবারক বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি? (বুখারী ও মুসলিম)

٢١٠- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির ওপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, তা যদি তার মান-ইজ্জতের ওপর অথবা অন্য কিছুর ওপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোন নেকী না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে (যুলুমের সমপরিমাণ) তার হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হবে। (বুখারী)

٢١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেন ঃ "মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।"(বুখারী ও মুসলিম)

٢١٢- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ ثَقَلُ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْبِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

www.BANGLAKITAB.com

২১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল-সামানের দেখা-শোনায় নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে দোযখে যাবে। তারা (সাহাবাগণ) তার বাড়িতে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন (কেন সে দোযখী হল)। তারা তার ঘরে একটি আবা (এক প্রকারের উন্নত পোষাক) পেলেন। সে এটা আত্মসাৎ করেছিল। (বুখারী)

٢١٣- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ . اَلسَّنَةُ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُوالْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ قَالَ : أَلَيْسَ ذَاالْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ : فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ : فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلٰى فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُّبَلِّغُهُ أَنْ يَّكُوْنَ أَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২১৩. হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন থেকে যুগ বা কাল তার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবর্তন করছে। এক বছরে বার মাস, এর মধ্যে চারটি হল নিষিদ্ধ মাস, এর তিনটি পর পর আসে। যেমন, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস যা জমাদিউস্‌-সানী ও শা'বান মাসের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। উত্তর শুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়ত এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ শহর ? আমরা

www.BANGLAKITAB.com

বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এটা কোন দিন ? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। উত্তর শুনে তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমাদের আজকের এ দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের এ শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের এ মাসটি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান সম্মান ও পবিত্র এবং শ্রদ্ধার বস্তু। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর খুন খারাবী করে কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। সতর্ক হও! উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি এটা পৌঁছে দিবে তার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হবে সে অধিক সংরক্ষণকারী হতে পারে! অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি সাক্ষী থাক। (বুখারী ও মুসলিম)

٢١٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ : فَقَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৪. হযরত আবু উমামা আয়াস ইব্ন সা'লাবা আল-হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল মহান আল্লাহ তার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয় ? তিনি বললেন ঃ তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন। (মুসলিম)

٢١٥- عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ الْأَنْصَارِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ قَالَ : وَمَالَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا : قَالَ وَأَنَا أَقُوْلُهُ الْآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

www.BANGLAKITAB.com

২১৫. হযরত ইব্‌ন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অতঃপর সে একটা সূঁচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী আমাদের থেকে গোপন করল। এক্ষেত্রে সে খেয়ানতকারী গণ্য হবে। সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (রাবী বলেন) আমি যেন এ দৃশ্যটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, আমি আপনাকে এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমি এখনও তাই বলবো। আমরা কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করলাম। সে কম-বেশী সবকিছু নিয়ে আসবে। কাজেই তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে তাই সে নেবে। আর যা থেকে তাকে বারণ করা হবে তা থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম)

٢١٦- عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا : فُلَانٌ شَهِيْدٌ وَفُلَانٌ شَهِيْدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلَانٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلاَّ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِيْ النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْعَبَاءَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৬. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী এলেন। তারা বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এভাবে তারা এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কখনও নয়, আমি তাকে একটি চাদর অথবা একটি আবার জন্য জাহান্নামী দেখতে পাচ্ছি। এটা সে আত্মসাৎ করেছিল। (মুসলিম)

٢١٧- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللّٰهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ وَمُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ : ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৭. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর

www.BANGLAKITAB.com

ওপর ঈমান আনা সবচেয়ে ভালো কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তাহলে আমার গুনাহ সমূহের কাফ্ফারা ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী না হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি আর কি বলতে চাও? লোকটি পুনরায় বললেন, আপনার কি মত, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে আমার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। কিন্তু ঋণ মাফ করা হবে না। জিব্‌রীল (আ) আমাকে এ কথা বলেছেন। (মুসলিম)

٢١٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا : الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا؛ فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান কোন্ ব্যক্তি নিঃস্ব গরীব ? সাহাবা কেরাম (রা) বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব, যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব -গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহ ও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবী পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবীদারদের গুণাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

٢١٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

২১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি একজন মানুষ। তোমরা তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য আমার কাছে এসে থাক। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অপর পক্ষের তুলনায় দলীল-প্রমাণ উত্থাপনে অধিক পারদর্শী হতে পারে। আমি তার কাছ থেকে শুনে সেই অনুযায়ী হয়ত ফয়সালা দিতে পারি। এভাবে আমি যদি (অজ্ঞাতে) তার ভাইয়ের হক তাকে দেয়ার ফয়সালা করি, তবে আমি তাকে দোযখের একটি টুক্‌রাই দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২০. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মুসলমান সব সময় হিফাযত ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে যতক্ষণ সে অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত না করে। (বুখারী)

٢٢١- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ إِمْرَأَةُ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২২১. হযরত খাওলা বিনতে আমির আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর মালের (জনগণের অর্থ-সম্পদ) অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্য দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। (বুখারী)

بَابُ تَعْظِيْمُ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَيَانِ حُقُوْقِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

অনুচ্ছেদঃ মুসলমানদের মান-ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পোষণ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ - (الحج : ٣٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কায়েম করা সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে, এটা তার নিজের জন্যই তার প্রভুর নিকট খুবই কল্যাণকর হবে"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ - (الحج : ٣٢)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান করবে, আর এটা (সম্মান প্রদর্শন) দিলের তাক্‌ওয়ার ফল।"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩২)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ - (الحجر : ٨٨)

"মু'মিনদের প্রতি তোমার বিনয় ও নম্রতার ডানা সম্প্রসারিত কর।"(সূরা হিজ্‌র ঃ ৮৮)

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ (المائدة : ٣٢)

"যদি কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরিবর্তে অথবা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কোন ব্যক্তি কাউকে জীবন দান করে (অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে) তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল"। (সূরা মায়িদা ঃ ৩২)

٢٢٢- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২২২. হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে। এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٣- عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَرَّ فِيْ شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا وَأَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ أَوْلِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ اَنْ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২২৩. হযরত আবু মূসা আশ্'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি আমাদের মসজিদ অথবা বাজারসমূহ থেকে কোন জিনিস নিয়ে যায় এবং তার সাথে যদি তীর থাকে, তবে সে যেন তার অগ্রভাগ সাবধানে রাখে অথবা হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে। এর ফলে, কোন মুসলমানের আঘাত লাগার আশংকা থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٤- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২২৪. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মু'মিন মুসলমান একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থায় (সর্ববস্থায়)। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

٢٢٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ جَابِسٍ فَقَالَ الْاَقْرَعُ إِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইব্ন আলীকে চুমু দিলেন। এ সময় আকরা ইব্ন হাবিস (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আকরা (রা) বললেন, আমার দশটি ছেলে আছে। কিন্তু আমি কখনও তাদের কউকে চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না সে দয়ার পাত্র হতে পারে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قَالُوْا : لٰكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَ أَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوْبِكُمُ الرَّحْمَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল। তারা জিজ্ঞেস করল,আপনারা কি আপনাদের ছোট্ট শিশুদের চুমু খান ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা কিন্তু চুমু দেই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি এর মালিক বা জিম্মাদার হতে পারি, যদি মহান আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে রহমত ও অনুগ্রহকে তুলে নিয়ে নেন ? (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٧- عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَايَرْحَمِ النَّاسَ لَايَرْحَمْهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৭. হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

www.BANGLAKITAB.com

২২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَّعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২২৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কাজ (ইবাদত) করার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা (তার দেখাদেখি) তা নিয়মিত করতে থাকবে। ফলে এটা তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٠- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরাম (রা)-এর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁদেরকে 'সাওমে বিসাল' (বিরতিহীনভাবে রোযা পালন) করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, আপনি যে (সাওমে বিসাল) করেন? তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রিযাপন করি আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣١- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৩১. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি নামাযকে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়াই। ইতিমধ্যে আমি বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনতে পাই। এ ব্যাপারটা মায়েদরকে বিচলিত করবে বলে আমি আমার নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই। (বুখারী)

٢٣٢- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ

www.BANGLAKITAB.com

فَإِنَّه مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৩২. হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) নামায পড়ল, সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। (তোমাদের এরূপ অবস্থার মধ্যে থাকা উচিত)। মহান আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যিম্মার ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চান । কেননা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তিনি যাকে পাকড়াও করতে চাইবেন পাকড়াও করতে পারবেন। তারপর তাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

٢٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩৩. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর যুলুম করতে পারে আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশ বিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী মুসলিম)

٢٣٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُوْنُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، التَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে না তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, না তাকে মিথ্যা বলতে পারে, আর না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের মান-ইজ্জত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলমানের উপর হারাম। (তিনি বক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন)ঃ তাক্‌ওয়া এখানে আছে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

٢٣٥- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَايَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَايَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ،اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا (وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসাপোষণ করো না, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে ধোঁকা দিও না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় কর না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে যুলুম করতে পারে না, হীন জ্ঞান করতে পারে না এবং অপমান অপদস্থও করতে পারে না। তাক্ওয়া এখানেই আছে। এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করেন। কোন ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত (জীবন), ধন-সম্পদ এবং মান-সম্মান অন্য সব মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

٢٣٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৩৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٣٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا أَوْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৩৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালিম হোক অথবা মযলূম। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যদি মযলূম হয়, আমি তাকে সাহায্য করব এটা বুঝতে পারলাম। আপনার কি অভিমত, যদি সে যালিম-অত্যাচারী হয় তবে আমি তাকে কি করে সাহায্য করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখ, বাধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করা। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

٢٣٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَإِتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهُ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ـ

২৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক (অধিকার) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, রুগ্নের পরিচর্যা করা, জানাযার অনুসরণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ মুসলমানদের পরস্পরের ওপর ছয়টি অধিকার রয়েছে। তুমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করবে, সালাম দেবে, যখন তোমাকে দাওয়াত দেবে তা গ্রহণ করবে, যখন তোমার কাছে উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইবে, উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইবে, উপদেশ দেবে, হাঁচি আসলে যখন সে "আল-হামদুলিল্লাহ' বলবে, তুমি তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমায় রহম করুক) বলবে, যখন সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে তাকে দেখতে যাবে এবং যখন সে মারা যাবে তার জানাযায় শরীক হবে।

٢٣٩- عَنْ أَبِيْ عُمَارَةَ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ أَوْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৩৯. হযরত বারা'আ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ৭টি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ৭টি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে, শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে, মযলূমের সাহায্য করতে, দাওয়াতাকারীর দাওয়াত কবুল করতে এবং সালামের বহুল প্রচলন করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে ও তৈরী করতে, রূপার পাত্রে পান করতে, লাল রং-এর রেশমের গদিতে বসতে, কাচ্ছি (কাপড়) রেশমী বস্ত্র এবং দীবাজ (মিহি রেশমী) পরিধান করতে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ سَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّهْيِ اِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং একান্ত প্রয়োজন না হয়ে পড়লে তা প্রাকাশ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ (النور : ١٩)

"যে সব লোক চায়, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা-বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন, তোমরা জান না" (সূরা নূর ঃ ১৯)

٢٤٠- وعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَايَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ পার্থিব জীবনে গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

٢٤١- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّ أُمَّتِىْ مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَاللّٰهِ عَلَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমার উম্মাতের সকলের গুনাহ মাফ হবে। কিন্তু দোষ-ত্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ মাফ হবে না। দোষ-ত্রুটি এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ কোন ব্যক্তি রাতের বেলা কোন কাজ করবে। অতঃপর সকাল হবে। মহান আল্লাহ তার এ কাজ গোপন রাখবেন। সে (সকাল বেলা) বলবে, হে অমুক! আমি গতরাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে মহান আল্লাহ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন আর সকাল বেলা আল্লাহর এ আড়ালকে সে সরিয়ে দিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٢- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا